ভূমিকম্প ছাড়াই!

আনিসুর রহমান

হাইতি ২০১০

সাভারের ধসে পড়া বিল্ডিং এবং উদ্ধার কাজ দেখে ২০১০ সালের হাইতির ভূমিকম্পের কথা মনে পড়ে যায়। এই ভূমিকম্পে আড়াই লাখ বাড়ি-ঘর এবং ৩০,০০০ বাণিজ্যিক ভবন ধসে গিয়েছিল। মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ। ১ কোটি মানুষের দেশে এটা একটা বিশাল সংখ্যা।

সাভারের রানা প্লাজা ধসে পড়েছে আপনা-আপনি, কোনো ভূমিকম্প ছাড়াই! রড-সিমেন্ট ফাকি দেবার ঠিকাদারি কৌশল আর পাঁচ তলা ফাউন্ডেশনের ওপর সাত তলা বিল্ডিং এর কথা আমরা সবাই শুনেছি। এবার তার ভয়াবহ পরিণতি দেখলাম। একটা বড় ভূমিকম্প হলে বাংলাদেশের কি অবস্থা হবে তা কল্পনা করতে গা শিউরে ওঠে! এক সাভারের ভয়াবহতায় সারা দেশ স্তম্ভিত, ৩০ হাজার সাভার আমরা কিভাবে সামাল দেব!!

সাভার ২০১৩

রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা ধরা পড়েছে; সে জন্য র‍্যাবকে বাহাবা দিতেই হয়। এতগুলি খেটে খাওয়া নিরীহ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি হোক তা আমরা সবাই চাই। কিন্তু এদের শাস্তি দিলেই আহত নিহতদের পরিবারের বেদনা লাঘব হবে না কিংবা বাংলাদেশের বিপদজনক বিল্ডিংগুলি নিরাপদ হয়ে যাবেনা। তাই শাস্তির পাশাপাশি দরকার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা এবং দেশের সকল ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা অথবা ভেঙ্গে ফেলা। জানিনা এসব কেন লিখছি। আমার এক বন্ধু দেশ থেকে ফিরে এসে একদিন দুঃখ করে বলেছিল, বাংলাদেশের মানুষ সব জানে কিন্তু নিজের পকেটে কত আসবে সে হিসাব না করে তারা কোনো কাজে হাত দেয় না। অতএব কিছুই হবে না।

কিন্তু রানা প্লাজায় উদ্ধার কাজে নিয়োজিত সাধারণ মানুষগুলির কথা যখন ভাবি – যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধসে পড়া দালানের ভেতর ঢুকে অনাহারে অর্ধাহারে দিনের পর দিন উদ্ধার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন তখন মনে হয় দেশ থেকে মানবতা দূর হয়ে যায়নি। শত ঝড়-ঝাপটার মাঝেও মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ একটা প্রদীপ শিখার মত এখনো জ্বলছে। ভালোবাসার এই শিখা অনির্বাণ আমাদের নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে দেশের সব মানুষের বুকে জ্বলে উঠুক - আসুন এই দুর্দিনে আজ সবাই মিলে সেই প্রার্থনা করি।